‘প্রবাসী হলে বোধ হয় স্বদেশের প্রতি অনুভূতি আরও বাড়ে’

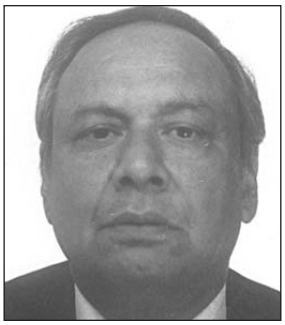

মাহমুদুর রহমান বেনু মুক্তির গান গেয়েছিলেন। এখন দূর প্রবাসের অধিবাসী। সম্প্রতি তার সাক্ষাৎকার নিয়ে লন্ডনে থেকে লিখেছেন **মনজুরুল আজিম পলাশ**

আপনার বেড়ে ওঠার কথা বলুন...

১৯৪২ সালে আমার জন্ম। বাবা বেঙ্গল সিভিল সার্ভিসে ডিসি হিসেবে কর্মরত ছিলেন- চমৎকার বাঁশি বাজাতেন এবং মাও গান করতেন। বড় ভাই ঢাকা থেকে কবে রেকর্ড নিয়ে ফরিদপুর আসবেন আমরা তার অপেক্ষা করতাম। তারপর একত্রে সবাই মোহম্মদ রফি শুনতাম।

প্রথম কখন উপলব্ধি করলেন সঙ্গীতের প্রতি দুর্বলতা বা সঙ্গীত যে আপনার জীবনে শক্তিশালী স্থান করে নিচ্ছে সেই বিষয়টি।

সঙ্গীতের প্রতি দুর্বলতা ছিল শৈশব থেকেই। ১৯৬৪ সালের ১০ এপ্রিল আনুষ্ঠানিকভাবে গান শেখা শুরু হয় ছায়ানটে। ৮ বছরের একটি কোর্সও করেছিলাম। এই কোর্সে রাগ, কীর্তন, ভজন, শ্যামা, রবীন্দ্র, নজরুল সবই শেখানো হয়। আমি মূলত নজরুল সঙ্গীতের গায়ক ছিলাম। এখন ধ্যান ধারণা রাগাশ্রয়ী সঙ্গীতকে কেন্দ্র করে। আধুনিক বলুন আর রবীন্দ্রসঙ্গীত কিংবা নিধুবাবুর টপ্‌পা যা হালকা নয়, হৃদয়কে স্পর্শ করে এবং যার সবটাই সুন্দর, এমন রাগ প্রধান যে কোনো সঙ্গীত আমাকে টানে।

সঙ্গীতকে পেশা হিসেবে নিতে পারলেন না বা নিলেন না। আপনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করতেন, এখানেও শিক্ষকতা করছেন, তাও পরিসংখ্যানের মতো জটিল বিষয়...

আমার মনে আছে পেশা নির্বাচনের জন্য ওয়াহিদুল হকের কাছে পরামর্শ চেয়েছিলাম। তিনি বলেছিলেন, বেনু সঙ্গীতকে যদি পেশা হিসেবে নিতে চাও তাহলে সঙ্গীতও হবে না, পরিসংখ্যানও হবে না। সঙ্গীতকে ভালোবাসি, এটা প্রচন্ড শখ বলতে পারেন। ভালোবাসা, শখকে সব সময় পেশা করা যায় না। পেশার সঙ্গে উপার্জন সংশ্লিষ্ট। সঙ্গীত করে তারপর পয়সা চাইব কীভাবে! এ কারণে ভাবলাম পয়সাটা বরং জোগাড় করি পরিসংখ্যান থেকে আর সঙ্গীতটা স্বাধীন শখ হিসেবেই থাকুক। ওয়াহিদুল হকও তাই পেশা হিসেবে সাংবাদিকতা বেছে নিয়েছিলেন আর সঙ্গীতকে আলাদাভাবে বাঁচিয়ে রেখেছেন।

এবার আমরা মুক্তিযুদ্ধে চলে আসি। আপনার অভিজ্ঞতা ও অন্তর্ভুক্তি দুটিই জানতে চাইব।

আমার ৬৩ বছর জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় এই মুক্তিযুদ্ধ। ২৬ মার্চ ঢাকায় ছিলাম। পাকিস্তানিরা কি ধরনের অমানুষ ও ভয়ঙ্কর ছিল তা আমি স্বচক্ষে দেখেছি। মাত্র ১টি রাতে ১৫/২০ হাজার নিরস্ত্র মানুষ তারা মেরেছে পশুপাখির মতো। এক মুহূর্ত না ঘুমিয়ে প্রত্যক্ষ করেছি। বস্তিতে আগুন লাগিয়ে মানুষ বের করে সেই মানুষের ওপর নির্বিচারে গুলি চালানো হয়েছে। সেই রাতেই মূলত মানসিকভাবে মুক্তিযোদ্ধায় রূপান্তরিত হয়েছিলাম।

যুদ্ধের সংশ্লিষ্টতা এবং মুক্তি সংগ্রামী শিল্পী সংস্থার কথা বলুন...

প্রথম দুই মাস পেট্রাপোলে প্রশিক্ষণ নিয়েছিলাম এবং ২টি অপারেশনেও অংশগ্রহণ করি। তারপর কোনো কারণে আমাকে ফিরে আসতে হয় এবং আর পেট্রাপোলে ফেরত না গিয়ে শাহীনসহ (মুক্তি সংগ্রামী শিল্পী সংস্থার আরেক সদস্য শাহীন মাহমুদ) আগরতলা হয়ে কোলকাতা চলে আসি। ওয়াহিদুল হক, সনজিদা খাতুন, হাসান ইমামরা তখন কোলকাতায় কর্মকান্ড শুরু করে দিয়েছেন এবং আমিও সেই প্রচেষ্টায় যোগ দেই। শিল্পী সংস্থার সভাপতি ছিলেন সনজিদা খাতুন আর আমি সাধারণ সম্পাদক। ছায়ানটের প্রায় ৭৫ জন ছাত্র-ছাত্রী মুক্তি সংগ্রামী শিল্পী সংস্থার সভ্য ছিলাম। আমরা মূলত প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং শরণার্থী শিবিরগুলোতে গান করেছি। একটি স্মৃতি মনে আছে, ৩ দিন ধরে বৃষ্টি হচ্ছে তবু মানুষ এক হাঁটু পানিতে দাঁড়িয়ে গান শুনছে। অন্যদিকে মুক্তিযুদ্ধ চলছে। একটি আদর্শ, একটি স্বপ্ন সামনে থাকলে মানুষ কতটুকু সাহসী ও স্বাপ্নিক হতে পারে মুক্তিযুদ্ধ বোধ হয় তার সবচে বড় নিদর্শন (এ পর্যায়ে চোখ অশ্রুসজল এবং কণ্ঠ ধরে আসে বেনু ভাইয়ের...)

লিয়ার লেভিনদের সঙ্গে আপনাদের যোগাযোগটা কীভাবে হয়েছিল?

ওরা আসলে একটা টিম ছিল। লিয়ার লেভিন, রিচার্ড লেভিন, লিয়া লেভিন, হেনরি, লিন্ডা। তার আগের বছর ওরা ‘ব্ল্যাক পাওয়ার’ নামে একটি চলচ্চিত্র করে পুরস্কৃতও হয়েছিল। ওরা ছিল প্রতিষ্ঠান বিরোধী এবং সৃষ্টিশীল। ওরা আমাদের কর্মকান্ড ওদের ক্যামেরায় তুলবার প্রস্তাব দেয়। অনেক ফুটেজ নিয়ে পরে একটি গল্প বানাবার ইচ্ছা ছিল, আমি আর শাহীনকে ঘিরে গল্পটি হবে, যুদ্ধ শেষে আমরা ফিরে যাবো ঢাকায়, ফ্ল্যাশব্যাকে মুক্তিযুদ্ধের এই ফুটেজগুলো দেখানো হবে ইত্যাদি। পরে গল্পটি আর হয়নি। লিয়ার লেভিনরা ফিরে যান যুক্তরাষ্ট্রে এবং প্রায় বিশ বছর পরে ক্যাথরিন ও তারেক মাসুদ ওদের ফুটেজ দিয়েই মুক্তির গান সম্পন্ন করে।

একজন মুক্তিযোদ্ধা এবং প্রবাসী হিসেবে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের কাছে আপনার প্রত্যাশা কি?

নিজস্ব জীবনবোধের কারণেই মুক্তিযুদ্ধ করেছিলাম। মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে কখনই এডভানটেজ নিতে চাইনি। এটা কর্তব্য ছিল। কিন্তু খারাপ লাগে যখন দেখি বাংলাদেশ আস্তে আস্তে সরে আসছে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা থেকে। ইতিহাস বিকৃত করা এবং নতুন প্রজন্মকে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে। ১৯৭৩ সালে দেশ ছেড়েছি কিন্তু যোগাযোগ আছে। প্রবাসী হলে বোধ হয় স্বদেশের প্রতি অনুভূতি আরও বাড়ে। কিছুদিন আগে প্রজন্ম ’৭১ একটি সংবর্ধনা দিয়েছিল, আমি খুবই আশাবাদী নতুন প্রজন্ম সম্পর্কে। এদের মধ্য থেকেই হয়তো একদিন নেতৃত্ব বেরিয়ে আসবে। হতাশা কোনো সমাধান নয়। যে জাতি মুক্তিযুদ্ধ করেছে সে জাতি চূড়ান্তভাবে পরাজিত হতে পারে না। এই আশাবাদ ও বিশ্বাস আমার আছে।

প্র বা সী দে র প্র তি

প্রবাস জীবন তুলে ধরবে প্রবাসী বাঙালীদের জীবনযাপন মনন চেতনার চালচিত্র। দেশের পাঠকরা দেশে বসে প্রবাসকে পুরোপুরি জানতে চায়। লেখার সঙ্গে ছবি দিন। সম্পূর্ণ ঠিকানা (ফোন ই-মেইলসহ) দিতে ভুলবেন না এমনকি ঠিকানা না ছাপতে চাইলেও।

লেখা পাঠাবার ঠিকানা ঃ

প্রবাস জীবন
The Shaptahik 2000
96/97 New Eskaton Road
Dhaka-1000, Bangladesh.

probash@shaptahik2000.com

জা | র্মা | নি

বন্ধু ভাগ্য...

কেবল বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছি, থাকি আমার প্রবল মেধাবী ফুফাতো ভাই'র সঙ্গে। সঙ্গে তার আরও দুই বন্ধু। সংকুচিত অবস্থায় পড়তে হয় মাঝে মধ্যে। এদিকে অর্থের টানাপড়েনটাও তেমন অচেনা নয়। এমনই এক সময় আমার দুই বন্ধু বললো আমি ওদের সঙ্গে হলে উঠবো কীনা। আনন্দে চোখে পানি চলে আসবার মতো অবস্থা। ওদের সঙ্গে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় খালিশপুর হলে উঠে পড়লাম। আমরা রুমমেট চারজন। একজন বায়োটেকনোলজির, একজন ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং আর আমিসহ আমার আরেক বন্ধু (যে হালে এক আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থার বিশেষজ্ঞ কর্মকর্তা) আরবান অ্যান্ড রুরাল প্ল্যানিং'র ছাত্র।

মফস্বলের ছেলে ঘটি বাটি নিয়ে ঢাকাতে চলে এসেছি। বড্ড সংকুচিত অবস্থায় থাকি এক চাচার বাসায়। আবার এগিয়ে এলো সেই আগের বন্ধু। 'চইল্ল্যা আয় হলে। একেক রাতে একেক রুমে শুইছ।' চলে আসলাম হলে। কিন্তু প্রথম রাত আসবার আগেই কিছু ভয়ঙ্কর তথ্য কানে এলো। 'দোস্ত অমুকের শোয়া ভালো না। অমুকের সঙ্গে যদি শোও নিজেরে অস্পৃশ্য মনে হবে। এই দিকে অমুকের লগে শুবা? ব্যাডা ঘুমের ঘোরে কনটিনিউয়াস ফুলবানু, ফুলবানু করে বিড়বিড় করে'। 'তাইলে অমুকের সঙ্গে শুই?' 'কস কী! ও ঘুমাইলে তো ওর কাপড়, হাত-পা কিছুই ঠিক থাকে না।'

যাই হোক, প্রবাসে যাবার দামামা বেজে উঠলো। নিয়মিত রিকশা ভাড়া করে বঙ্গবাজারে যাই। কিন্তু কিছুই কেনা হয়নি। গম্ভীর মুখে হলে ফিরে রাতে টাকার হিসাব করি। এই দিকে রাত এগারোটা বারোটার দিকে হলে চা-ওয়ালা রুমের সামনে এসে বলে, 'স্যার লাগবো'? পানি সম্পদ প্রকৌশলে পড়া বন্ধু বেশ আমেজ নিয়ে চা ওয়ালাকে বলে, 'লাগবো তো বটেই। দোস্ত বিদেশে যাইতাছে। আগে একটু দেশের স্বাদ লইয়া যাক।' সরেশ চা-ওয়ালা আমাকে বলে 'স্যার কোনটা দিমু? বেশি কড়া কম কড়া নাকি মাঝামাঝি'? হেসে বলি, মাঝামাঝি।

ভাসতে ভাসতে চলে আসি মারমুর্গে। মাকে ফোন করলে মা অবাক হয়ে বলে, 'আচ্ছা বলতো তুই এখন কোথায়?' কিছু জার্মান কিছু ইংরেজি মিশিয়ে বন্ধু পেয়ে গেলাম বেনিকে। সঙ্গে দাশা, রাকেল, জন আর আছামি। ব্যাপক উদ্যোগে নতুন বন্ধুদের বাংলা বাক্য শেখানো হচ্ছে। 'গুটেন আপেটিট' মানে তোমার খাওয়াটা ভালো হোক। বেনি বলে, 'টোমার কাওয়াটা বালো ওক।' একটা দুইটা স্প্যানিশ শিখছি। নারী অনুপ্রেরণা এক্ষেত্রে প্রবল। দেখা হলেই বলি, 'হোলা। গোমো এস তাস?' হেসে বলে বিয়েন। আমার তখন একটা কথাই মনে হয় 'পৃথিবীটা এত সুন্দর ক্যানো?'

ডিম ভাজতে হয় কিভাবে বেনি শিখে ফেলেছে। ইয়েসমীন পারে ডিম মামলেট। মালিহা পারে খিচুড়ি। রাবেল চেষ্টা করছে মুরগি রান্না করাটা শিখতে। আর আমি পারি তোমার মত করে চা বানাতে, হেসে বলে জুন।

চলে আসি কার্লসরুহীতে। সুন্দর শহর। দক্ষিণ ভারতীয় আর কোটি কোটি চাইনিজদের চুং চাং শব্দে মুখরিত শহর। ছোটো শহর কিন্তু বিশাল বিশ্ববিদ্যালয়। আমি যেখানে প্রায় সবাই জার্মান। একমাত্র পোলিশ বিয়েন্তা ছাড়া। আমার ভুলে ভরা জার্মানকে এরা প্রবল আগ্রহে সমাদর জানিয়েছে। কৌতূহলোদ্দীপক চোখে জিজ্ঞাসা করে বাংলাদেশের কথা। ওদের জন্য পৃথিবীর অপর প্রান্তের দেশ বাংলাদেশ।

দোস্ত ক্যামন আছস? ইয়াহু ম্যাসেঞ্জারে

চ্যাটিং'র সময় নেটওয়ার্ক ইঞ্জিনিয়ার বন্ধু জিজ্ঞাসা করলো। ভালো, তয় মামা বাংলা ভুইল্ল্যা যাইতাছি। ব্যাপার না, ভুইল্ল্যা যা । খালি গালাগালি ভুলিছ না। বিপদে কামে লাগবো। প্র্যাকটিস হইতাছে নাতো। ল, এহনই শুরু করি। আমগো প্রত্যেকটা সেন্টেন্সে একটা কইরা গালি থাকবো। বুঝছস? ওক্কে মামা ল শুরু করি...। যাই হোক, আমরা অনলাইনে নিয়মিত গালাগালি প্র্যাকটিস করে যাচ্ছি।

মাঝে মাঝে মনে হয় প্রবাসী হয়ে ভালোই করেছি। মন খুলে গালাগালি করা যায়। দেশে থাকতে যাদেরকে গালাগালি দেওয়া উচিত ছিল, পার্থিব প্রাপ্তিতে টান পড়তে পারে। এই চিন্তায় গালাগালি দিতে পরি নাই। মানুষ হিসেবে চামার হয়েও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, মূর্খ দিগভ্রান্ত অর্থ-লালচ রাজনীতিবিদ কিংবা নিজস্ব যোগাযোগের জোরে তৃতীয় শ্রেণীর যন্ত্রপ্রকৌশলী ঢাকা শহরের যানবাহন উন্নয়ন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক, এমনতর বহু মানুষকেই অনেক আগেই গালাগালি দেওয়া উচিত ছিল। সামনা সামনি। দুর্ভাগ্য, স্রষ্টা মেরুদন্ডটা অতটা শক্ত করে পৃথিবীতে পাঠাননি। আর সেই কষ্ট আর অপ্রাপ্তি থেকেই গোটা ছয়েক শোকজ পত্র সঙ্গে নিয়ে এক চেনা সকাল থেকে অচেনা দেশে চেনা আকাশের নিচে আমি একজন প্রবাসী বাংলাদেশী।

সালেহ
ইউনিভার্সিটি অব কার্লসরুহী
জার্মানি
iym2021@hotmail.com

প্যা|রি|স

অমর একুশে উদ্‌যাপন

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের একাংশ

প্যারিসের স্পেইস হোম পাবলিক হলে ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৬-এ অনুষ্ঠিত হলো অমর একুশে উদ্‌যাপন। সন্ধ্যে ৬টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত একটানা অনুষ্ঠান চলে। শুরুতে অমর একুশের শহীদের উদ্দেশে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। তারপর সমবেত কণ্ঠে 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি' এই গানটি পরিবেশনের সঙ্গে শহীদের উদ্দেশে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে 'কথা'র শিশু শিল্পীবৃন্দ। এরপর কথা চর্চা কেন্দ্রের সদস্যদের সঙ্গে দর্শকদের পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়।

২০০৫ সালে প্যারিসের পকদো নাবিলা পার্কে সামারের সময় বিভিন্ন কবি সাহিত্যিকের উপস্থিতিতে বাংলা একাডেমীর পরিচালক ও বাংলাদেশ রাইটার্স এসোসিয়েশনের সভাপতি কবি ড. নূরুল হুদার সভাপতিত্বে কথা সাহিত্য চর্চা কেন্দ্রের লিখিত প্রস্তাব গৃহীত হয়। এবং ঐদিন ড. নূরুল হুদা আনুষ্ঠানিকভাবে কার্যকর কমিটির নাম ঘোষণা করেন।

কথা চর্চা কেন্দ্রের উদ্যোগে প্রবাসী কবিদের নিয়ে এ বছর র‍্যামন পাবলিশার্স ঢাকা থেকে 'কথা' নামে একটি কবিতার বই প্রকাশিত হয়। বইটি বাংলাদেশে একুশে বইমেলায় প্রথম প্রচার করা হয়। বইটিতে স্থান পেয়েছে ফ্রান্সে বসবাসরত কিছু তরুণ-তরুণীর কবিতা। সুদূর প্রবাসে বসে মাতৃভাষায় নিজের অনুভূতি প্রকাশের মাধ্যমে তারা জানাচ্ছে স্বদেশপ্রীতি। আগামী বছর বইটি আরো নতুন রূপে প্রকাশের ইচ্ছা তাদের।

শাহারা খান
প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক
কথা সাহিত্য চর্চা কেন্দ্র, প্যারিস, ফ্রান্স

স্ট|ক|হো|ম

মৌলবাদ বিরোধী কনসার্ট

বাংলাদেশে জঙ্গি মৌলবাদীদের অপতৎপরতার বিরুদ্ধে প্রবাসী বাংলাদেশীরাও বিক্ষুব্ধ। এই বিক্ষুব্ধতার বহিঃপ্রকাশ হিসেবে সুইডেনের রাজধানী স্টকহোমে বসবাসরত সিলেট প্রবাসীদের সংগঠন গ্রেটার জালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশন আয়োজন করে মৌলবাদের বিরুদ্ধে কনসার্ট। ৪ ফেব্রুয়ারি বিকেল ৪টায় স্টকহোমের হুসকি ট্রাফের মিলনায়তনে এই কনসার্ট অনুষ্ঠিত হয়।

বিপুল সংখ্যক প্রবাসীর উপস্থিতিতে মিলনায়তন কানায় কানায় পূর্ণ হয়। প্রথমে এই অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষে 'বাংলাদেশে মৌলবাদ' শীর্ষক নিবন্ধ পাঠ করেন সুজাউল করিম।

এরপর নিবন্ধ পাঠ করেন হারুন রশীদ চৌধুরী। নিবন্ধে মৌলবাদ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশের প্রধান অন্তরায় হিসেবে উল্লেখ করা হয়। মৌলবাদ বাংলাদেশের জন্য সমস্যা। ধর্মীয় আবরণে মৌলবাদী গোষ্ঠী কি করছে? এই জন্যই কি আমরা পাকিস্তানের কাছে থেকে রক্তের বিনিময়ে বাংলাদেশ স্বাধীন করেছি? আমরা যারা প্রবাসী তাদের অন্যতম দায়িত্ব হলো এই অশুভ জঙ্গি তৎপরতার বিরুদ্ধে ঐকমত্যের ভিত্তিতে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ গড়ে তোলা। কনসার্টের জন্য শুভেচ্ছাবাণী পাঠান সুইডিশ টেলিভিশন Stv -এর সাংস্কৃতিক বিভাগের প্রধান অসান সুনার এবং সুইডিশ রাজনীতির ও জংসনে প্রধান বিরোধী দল মডারেট পার্টির যুবসংগঠনের সভাপতি ইউহানে ফরসেল। তাদের বাণী পাঠ করে শোনানো হয়। এরপর শুরু হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পর্ব। প্রথমে 'নূরল দীনের সারা জীবন' নাট্যাংশ থেকে আবৃত্তি করে শোনান ডা. পলাশ রহমান। এরপর দেশাত্মবোধক সঙ্গীত পরিবেশন করেন স্বপন চৌধুরী, ডা. সায়মা রহমান লাবন্য, মাহমুদ হাসান চৌধুরী, প্রেমা চৌধুরী, মিতালী চৌধুরী, টিংকু মহাজন প্রমুখ।

প্রিয় স্বদেশ বাংলাদেশ, মাটি ও মানুষের সঙ্গে গভীর ভালোবাসায় সিক্ত প্রবাসীরা তাদের নানা প্রতিবাদ ও আশা আকাঙ্ক্ষামূলক আধুনিক, ভাওয়াইয়া, গজল পরিবেশন করেন।

নানা ধরনের দেশাত্মবোধক গানে মুখরিত হয় কনসার্ট। প্রবাসীরা দেশপ্রেমে উদ্বেলিত হয়। সকল হায়েনা ও জঙ্গির বিরুদ্ধে ঐক্যতা প্রকাশ করা হয়। কানাডা প্রবাসী বাংলাদেশী রনী প্রেন্টিস সুন্দর কণ্ঠে নজরুল সঙ্গীত পরিবেশন করে দর্শকদের মোহিত করে। কনসার্টের তবলায় ছিলেন লন্ডনের তাবলাবাদক মিন্টু গোস্বামী।

সংগঠনের সভাপতি আব্দুল বাছিত চৌধুরী তার বক্তৃতায় সকল প্রকার ও সব ধর্মীয় মৌলবাদের অপতৎপরতার বিরুদ্ধে সবাইকে প্রতিবাদী হতে আহ্বান জানিয়ে কনসার্টের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

মুঃ খলিলুর রাহমান রোকনী
স্টকহোম, সুইডেন,
rokoni@hotmail.com